C44

তারিখ ২২।৪।৮১

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে সতর্কতা চাই

443

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অনেক ভুল চোখে পড়ে; কিন্তু তার প্রতিকার হয় না। সবটাই মুদ্রণপ্রমাদ নয়। অনেকগুলো ভুল এসব পুস্তকের প্রণেতাদের অজ্ঞতার ফল। ছাত্র-ছাত্রীরা এসব ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে ভুল শিক্ষা পায়। স্কুলে বোর্ড অনুমোদিত এবং বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়, এ দু'ধরনের বই-ই পড়ানো হয়। বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ে যে ভুল থাকে না তা নয়, তবে অননুমোদিত বইয়েই নানা ধরনের ভুলের ছড়াছড়িটি বেশী দেখা যায়। বইয়ের লেখকদের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কটাক্ষ করার ইচ্ছে নেই। তবে এসব পুস্তক যাঁরা লেখেন এঁদের কেউ কেউ অর্থোপার্জনের প্রতি চোখ রেখে তাড়াহুড়া করে যেমন বই লেখার কাজ সারেন, তেমনি অনেকে কিছু না জেনে বা অল্পসল্প জেনেও লিখে থাকেন। এ ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের একটা কর্তব্য থাকে। তা হলো পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করার আগে বইটি আদ্যোপান্ত পড়া। কিন্তু এ দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা শিক্ষকরা কদাচিৎ পালন করেন। তার কারণ আমাদের জানা না থাকলেও অনুমান করা কষ্ট নয়। প্রকাশক অথবা লেখক বইয়ের কাটতির জন্য ধরাধরি করে স্কুলে এসব ভুল-ত্রুটিপূর্ণ বই গছিয়ে দেন। শিক্ষকরা কোন অজানা দুর্বলতার শিকার হয়ে এসব বই পাঠ্য করে থাকেন। ঢাকায় অগ্রণী বিদ্যালয়ে জনৈক হরলাল রায় প্রণীত "ব্যাকরণ ও রচনা" পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হয়েছে। বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একজন পত্র-লেখিকা দেখিয়েছেন যে, বইটিতে প্রচুর ভুল অর্থ ও শব্দ রয়েছে, যা মুদ্রণপ্রমাদের মধ্যে পড়ে না। পত্র-লেখিকা অননুমোদিত বই পাঠ্য না করার আবেদন জানিয়েছেন। কোন বই প্রকাশের আগে সাধারণতঃ প্রকাশক অভিজ্ঞ শিক্ষক কিংবা বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়ে বই ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। হরলাল রায়ের আলোচ্য পুস্তকখানির ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি কেউ পড়ে দেখেছেন কিনা বলা কঠিন। পড়ে দেখলে হয়তো এতো ভুলে কণ্টকিত হয়ে এ বইটি প্রকাশিত হতো না। জানি না পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশকের এই অসতর্কতার মূলে কী রয়েছে। আর প্রকাশিত পুস্তক স্কুল কর্তৃপক্ষ না দেখে কিভাবে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করলেন, এটাও জিজ্ঞাস্য। এ ক্ষেত্রে কার কোথায় স্বার্থ রয়েছে, তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

পত্রিকান্তরে 'উচ্চতর বাংলা দ্বিতীয়পত্র' সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর চতুর্বিংশতিতম মুদ্রণ প্রমাণ করে যে, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বইটির নিশ্চয়ই খুব সুনাম আছে। মুদ্রণের সংখ্যা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এই বইটি বার বার পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করে তার প্রমাণ রেখেছেন। এই বইয়ে 'বাংলাদেশে তৈল সম্ভাবনা' নামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে। তাতে ব্যঙ্গাত্মক ও নিচুমানের রস পরিবেশন করা হয়েছে। পত্র-লেখক প্রবন্ধটির কিছু অংশ তুলে এটাকে কুরুচিপূর্ণ লেখা বলে অভিহিত করেছেন। সত্যিই লেখাটি অর্থহীন ও কুরুচিপূর্ণ। এদের নিন্দাবাদ কিংবা তিরস্কার করা অর্থহীন। আমাদের দেশে যে রুচির দুর্ভিক্ষ চলছে তার স্বাক্ষর এঁরা তাঁদের বইয়ে রেখেছেন। কিন্তু যে ভুলের বেসাতি আলোচ্য বই দু'টোতে চোখে পড়ে তাতে জানতে ইচ্ছে হয়, প্রকাশক কি তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন? শিক্ষকরাও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেননি। ছাত্রদের শুধু ভুল শিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করা নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বিকাশের কথাটাও শিক্ষকরা বিস্মৃত হয়েছেন।

আমরা প্রকাশক ও শিক্ষকদের কাছে সশ্রদ্ধ নিবেদন রাখতে চাই—তারা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রতি আর একটু মনোযোগী হোন। আপনারা নিম্নমানসম্পন্ন ও ভুল-ত্রুটিপূর্ণ বই প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন এবং বিদ্যালয়ে এ ধরনের বই পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করবেন না।

এখনও যে সবকিছু জাহান্নামে যায়নি এই ভরসাটুকু অন্ততঃ আপনাদের কাছ থেকে পেতে চাই।